সংবাদ # College Edn.

তারিখ ... 23 MAY 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 8 কলাম ... 6 ...

001

তিব্বিয়া কলেজে ছাত্রদের পড়াশুনা বিঘ্নিত

সিলেট, ১৮ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--সিলেট তিব্বিয়া কলেজ দেশের একমাত্র সরকারী ইউনানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় উদাসীনতার সুযোগে এ কলেজে সমস্যার পাহাড় গড়ে উঠেছে।

সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজের অধ্যক্ষের পদটি দীর্ঘ ৭ বছর ধরে শূন্য। একজন প্রভাষক বর্তমানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। ছাত্ররা বেশ ক'বারই বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অপসারণ দাবী করেছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বেশীর ভাগ সময় সিলেটের বাইরে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অধ্যক্ষ ছাড়াও এ কলেজে একজন সহযোগী অধ্যাপক, একজন সহকারী অধ্যাপক, ৬ জন প্রভাষক ও একজন হেকিম থাকার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আছেন মাত্র ৩ জন শিক্ষক। এর মধ্যে ২ জন ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক। ডেপুটেশনে এখানে আছেন। অন্যজন মূলতঃ এ কলেজের ও, এস, ডি পদে রয়েছেন। যোগ্যতানুসারে তারই অধ্যক্ষ হবার কথা।

শিক্ষক সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে গত বছরের ২৫শে নভেম্বর ৬টি প্রভাষক পদে প্রার্থীদের পরীক্ষা নেয়া হয়। একই সময় অধ্যক্ষ পদেও প্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন অধ্যক্ষ বা প্রভাষক নিয়োগ করা হয়নি। অফিস সহকারী, ফার্মাসিষ্ট এবং পিয়নের পদও দীর্ঘদিন যাবৎ খালি পড়ে আছে।

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেড় একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক একর জমির দখল পেয়েছেন। অবশিষ্ট জমির কোন খোঁজ-খবর নেই। এদিকে কলেজটি এখনো একটি ভাড়া করা জীর্ণশীর্ণ ভবনে অবস্থিত। কবে নাগাদ নিজস্ব জায়গায় ভবন নির্মাণ করে সেখানে কলেজটি স্থানান্তর করা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

ছাত্রাবাসটিও একটি ভাড়া করা বাড়ীতে অবস্থিত। সিলেট শহরের খিদমা বাজারে অবস্থিত সরকারী তিব্বিয়া কলেজ ছাত্রাবাসটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ছাত্রাবাস ভবনটির দরজা-জানালা ভাঙ্গা। বৃষ্টির দিনে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বৃষ্টি হলেই ভবনের চারপাশে হাঁটু পরিমাণ পানি জমে। আশপাশে ময়লা-আবর্জনা এবং ঝোপ-ঝাড়ের ছড়াছড়িও খুব বেশী। প্রস্রাব-পায়খানার অবস্থাও শোচনীয়। চারদিকের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ছে। এতে করে সবসময় দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে।

এখানে সিট সংকট তীব্র। সিটের অভাবে প্রতিবছর অনেক ছাত্রকে ছাত্রাবাসের বাইরে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে হয়। সিট সংখ্যার তুলনায় এ ছাত্রাবাসে আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। ছাত্রাবাসে খাবার ঘর নেই। ফলে ছাত্ররা বাধ্য হয়েই নিজ নিজ বিছানার ওপর বসে খাওয়া-দাওয়ার কাজ সারে। এখানে পানির অভাব লেগেই আছে। ছাত্রাবাসে পানি সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে পানি সংগ্রহ করে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম চালাতে হয়।

ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের জন্যে বাসস্থান নেই। তিনি অন্যত্র বসবাস করেন। এছাড়া মাসে মাত্র দু'একবার ছাত্রাবাস পরিদর্শন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।